তারিখ ... 19 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক খবর

[illegible]

নতুন প্রকল্পের সংখ্যা আরো সীমিত করে আনার পরামর্শ

॥ সাখেদ হোসেন চৌধুরী ॥

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা খাতের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় এসব অসম্পূর্ণ প্রকল্প চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্পন্ন করতে হবে। এতে নতুন পরিকল্পনার সংখ্যা আরো সীমিত করে আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তার মূল্যায়ন রিপোর্টে সরকারকে এই পরামর্শ দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ রিপোর্টে বলেছে, মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা খাতের অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে ৩টি স্পষ্ট অভিমত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথমতঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পায়নি। এ ছাড়াও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে বেশীরভাগ প্রকল্পই অসমাপ্ত রয়ে গেছে। এসব অসম্পূর্ণ প্রকল্প চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত করতে হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন প্রকল্পের সংখ্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয়তঃ তহবিলের অভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি। অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এসব প্রকল্পের কর্মকাণ্ড। তৃতীয়তঃ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যাওয়ার পরও সমস্যা খতিয়ে দেখা এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, এ পরিস্থিতির আলোকে এখন দু'টো বিষয় সামনে রেখে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমতঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা খাতের অনেক প্রকল্প যা এখনও প্রক্রিয়াধীন তা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্যই শেষ করতে হবে। সেই সাথে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সংখ্যাও কমিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রকল্পের খরচ বাস্তবসম্মত করতে হবে এবং সাথে সাথে পূর্বেকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রকল্পগুলো নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মান বাড়ানোর পরিবর্তে আবাসিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করায় গত বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষার মান একেবারেই বাড়েনি। ফলে শিক্ষা নয়, অট্টালিকাগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকুক- এ নীতিই বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে শিক্ষাগত খাতের চেয়ে আবাসিক খাতে অতিমাত্রায় বিনিয়োগ দেখা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাগত সুযোগ- সুবিধে ও আবাসিক সুযোগ-সুবিধের মধ্যে খসড়া সম্পদ বন্টনের হিসেব অনুযায়ী দেখা গেছে আবাসিক সুযোগ-সুবিধে হিসেবে ইট, চুন, বালি এবং পানি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৭ ভাগ। অথচ এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৪ ভাগ।

এ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুযোগ-সুবিধের জন্য শতকরা ৩২ দশমিক ৬০ ভাগ বিনিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে ঠিক একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতে শ্রেণীকক্ষ ও গবেষণাগারসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ছিল শতকরা মাত্র ২১ দশমিক ২৪ ভাগ।

রিপোর্টে বলা হয়, গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়তো দূরের কথা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই পরিচিত। অথচ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতের নিয়ন্ত্রণাধীন এ খাতটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও নজর দেয়া হয়নি। পরিকল্পনা প্রণয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল না- এ কথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এদিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে ধরা হয়েছে শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধে প্রদানের পরিবর্তে আবাসিক সুযোগ-সুবিধে তথা বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে মানবিক বিষয়, পুরনো ভবন সংস্কারের পরিবর্তে নতুন ভবন নির্মাণ এবং গবেষণাগার-গ্রন্থাগারের উন্নয়নের পরিবর্তে মিলনায়তন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকে। অর্থাৎ এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জাতির ক্ষতির দিকটাই ত্বরান্বিত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে আরো বলেছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিকল্প খরচের কোন ফলাফল এবং পাওনা নেই। হতে পারে আবাসিক সমস্যার সমাধান জরুরী হয়ে পড়েছে। তবে এ সমস্যা অন্য উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাধান করলে জটিলতা দেখা দিত না। (চলবে)